ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের সম্মেলন

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

সভাপতি পদের জন্য লড়ায়ে নেমেছেন সূর্যসেন হলের সাবেক সভাপতি মুনীর হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মৃধা মোঃ শাহাজাহান কচি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিপুল সরকার

হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলনকে কেন্দ্র করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বাড়ছে মধুর ক্যান্টিনে ভিড়। ক্যাম্পাসে মিছিলে কর্মীর সংখ্যা। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে ভালো পদে স্থান করে নিতে চলছে নানামুখী তৎপরতা। লবিং। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও ওকে কমিশনের চেয়ারম্যান ওবায়দুল কাদেরের দৃষ্টি কাড়ার চেষ্টা। তাদের নিকটজনের মাধ্যমে নামটি পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা। হল কমিটিগুলোর নতুন নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের অনেকেই দাবি তুলেছে কেন্দ্রীয় কমিটির মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলনেও নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্ধারণ করতে হবে। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রতিটি ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবার বিধান রয়েছে। তবে ছাত্রলীগের অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে এ বছর প্রথম কাউন্সিলরদের ভোটে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা নির্বাচনে গঠনতন্ত্রের নির্বাচনের বিধানকে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা খুব গুরুত্ব দিতে চায় না। তারা পছন্দ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই নেতা নির্বাচন করতে চান।

ঢা.বি সম্মেলন : চলছে লবিং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অবস্থা বেশ নাজুক। ছাত্রলীগের ইতিহাসে কখনই এভাবে সব হল থেকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা বিতাড়িত হয়নি। '৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরও ছাত্রলীগের হাতে জহুরুল হক ও জগন্নাথ হল ছিল। অন্তর্দ্বন্দ্বে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতা বাদল হত্যার পর জহুরুল হক হল ছাত্রলীগের হাতছাড়া হয়। সরকারের সমর্থনে মন্টু গ্রুপ ছাত্রলীগ নামে টিকে থাকে। জগন্নাথ হল তখন ছাত্রলীগের মূল ঘাঁটিতে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগ উত্তর পাড়ার হলগুলো দখল করতে শুরু করে ছাত্রদলের একটি অংশের সহযোগিতায়। '৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল ছাত্রলীগ নেতা পার্থ প্রতিমের নিহত হবার মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগ হলগুলোতে একক আধিপত্য বিস্তার করে। পহেলা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরই ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা হল ছেড়ে চলে যেতে থাকে। ভোরে হলগুলো দখল নেয় ছাত্রদলের ক্যাডাররা। শুধু জহুরুল হক হলে ছাত্রলীগের মাদারীপুর গ্রুপ অবস্থান করতে থাকে। এ গ্রুপকে শেল্টার দেয় বর্তমান ছাত্রলীগের সভাপতি লিয়াকত শিকদার, মাঈনুদ্দিন বাবু। তাদের অবস্থান মেনে নিতে পারেনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন, মহসিন হলের শফিক, বিপ্লব সরকার। তারা ১৩ নবেম্বর ভোরে জগন্নাথ হল দখলের জন্য অপরিকল্পিত হামলা চালায়। বিশ মিনিট অবস্থান করে দখলদাররা সরে পড়ে। ছাত্রদল মারমুখী হয়ে ওঠে। দখল করে নেয় জহুরুল হক হলও। নির্বাচনের পর আপোসরফা করে সভাপতি বাহাদুর বেপারী ক্যাম্পাসে এলেও লাঞ্ছিত হন অজয় কর খোকন। ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী এখন হলের বাইরে। তারা বিভিন্ন মেসে থাকছে। অমানবিক জীবন যাপন করছে। পরীক্ষা দিতে পারছে না। নব নির্বাচিত হল কমিটিগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হলের বাইরে অবস্থান করছে। এ কারণে হল সম্মেলনগুলো হলের বাইরে অনুষ্ঠিত হয়। অভিযোগ উঠেছে, দলের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বেগ শাহীন জাহান ও সাধারণ সম্পাদক এ.কে.এম আজিম তাদের পছন্দ মতো হল কমিটি গঠন করেছে। প্রশ্ন উঠেছে নব-নির্বাচিত হল কমিটির নেতৃত্বের দক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে।

ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীরা ব্যস্ত হয়ে উঠছে। ছুটছে বিভিন্ন নেতার কাছে। মিছিল ও মিটিংয়ে রাখতে যাচ্ছে অগ্রণী ভূমিকা। ছাত্রলীগ ঢাবি সভাপতি পদের জন্য অঘোষিত লড়াইয়ে নেমেছে সূর্যসেন হলের সাবেক সভাপতি মুনীর হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মৃধা মোঃ শাহাজাহান কচি, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিপুল সরকার। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন ফজলুল হক হলের সাবেক সভাপতি চৌধুরী সাইফুন্নবী সাগর, জগন্নাথ হলের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পঙ্কজ সাহা। শহীদুল্লাহ হল ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হেমায়েত উদ্দীন হিমু। ফজলুল হক হলের সাধারণ

সাধারন সম্পাদক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন চৌধুরী সাইফুন্নবী সাগর, পঙ্কজ শাহা, হেমায়েত হোসেন হিমু, এমদাদ হাওলাদার, ইলিয়াস হোসেন ভূঁইয়া, জামাল উদ্দিন খান। সবাই চেষ্টা করছেন নেত্রীর দৃষ্টি কাড়তে

সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন ভুঁইয়া, রেজাউল ইসলাম রেজা। নেতৃত্বের জন্য আরও লড়াইয়ে নেমেছেন– মোস্তাফিজুর রহমান বিপ্লব, আলমগীর হাসান, রেজাউল ইসলাম রেজা, এফ রহমান হলের এমদাদ হাওলাদর, দেবাশীস রায়, জামালউদ্দিন খান।

ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব নির্বাচনে আঞ্চলিকতা, বিশেষ করে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল, কার্জন হল, কলাভবন, জগন্নাথ হলের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ছাত্রলীগের আসন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনের নেতৃত্ব নির্বাচনে সাবেক ছাত্রলীগ নেতারা, সুধা সনদ কেন্দ্রিক গড়ে ওঠা গ্রুপটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

নেতৃত্ব নির্বাচনে ওকে কমিশনের চেয়ারম্যান ওবায়দুল কাদের, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সুলতান মোঃ মনসুর, আবদুর রহমান, একে এনামুল হক শামীম, অসীম কুমার উকিল, শফি আহমেদ, শাহ আলম, আবু আওয়াল শামীম, আওলাদ হোসেনের বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার সহকারী সাবের হোসেনেরও থাকবে প্রাধান্য। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীরা প্রভাবশালী এসব সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছে। ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ) সম্মেলন নিয়ে সম্ভাব্য প্রার্থীরা নেমেছে লড়াইয়ে। মহানগর দক্ষিণের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আজিজুল হক শামীম, কাজী জাকির হোসেন, আলতাফ মাহমুদ দিপু, মামুনুর রশিদ শুভ্র, আঃ রাজ্জাক, হানিফ মোহাম্মদ লিটন। সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী গোলাম সারোয়ার কবীর, আলাউদ্দিন কামরুল, কাওসার হোসেন শিপু, গোপাল সরকার।

ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মহানগর কমিটি গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে ওকে কমিশনের চেয়ারম্যান ওবায়দুল কাদের ২০০০কে বলেন, গঠনতন্ত্র অনুসারে নেতৃত্ব নির্বাচনে দুটো পথ রয়েছে। একটা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, অপরটি নির্বাচনের মাধ্যমে। প্রথমত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমরা নেতৃত্ব নির্বাচনের চেষ্টা করবো। ব্যর্থ হলে নির্বাচনের কথা ভাবা যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কমিটি গঠনে সঠিক নেতৃত্ব আসেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রলীগের হলগুলোতে আচলাবস্থা চলছিল। এ অচলাবস্থার মধ্যে হল কমিটিগুলোর নেতা নির্বাচন করা হয়েছে। এ কারণে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। আগামীতে শুধরে নেয়া যাবে। কেমন নেতৃত্ব চান? এ প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, ছাত্রলীগ নেতাদের ওপর বর্তমান সরকারের চলছে নিপীড়ন, নির্যাতন। আমরা রাজপথে আন্দোলন করছি। এ অবস্থায় অবশ্যই মাঠ পর্যায় থেকে নেতৃত্ব বেছে আনতে হবে। শুধু মেধাবী হলেই চলবে না। সাংগঠনিক দক্ষতা, নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা ও সাহস থাকতে হবে।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি নির্বাচন প্রসঙ্গে ২০০০কে বলেন, আলাপ-আলোচনার মধ্যেই নেতা নির্বাচন করার চেষ্টা করা হবে। ব্যর্থ হলে নির্বাচনের আয়োজন করা যেতে পারে। সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার ২০০০কে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী নেতৃত্বকে সাংগঠনিকভাবে দক্ষ হতে হবে। মাঠ পর্যায়ে তার নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।

সম্মেলন : চার বছর পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সম্মেলন চার বছর ধরে হয় না। সর্বশেষ '৯৮ সালের ১৪ অক্টোবর ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্মেলনে সাজ্জাত হোসেনকে সভাপতি ও একে আজিমকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে ৪১ জন সদস্য রয়েছে। পরে সভাপতি সাজ্জাত হোসেন উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে চলে গেলে সহ-সভাপতি আজিম বেগ ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পান। নতুন ছাত্রলীগ নেতারা বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন দাবি করলেও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। অথচ ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে প্রতিবছরই সম্মেলন হবার বিধান রয়েছে। যোগ্য নেতৃত্ব না থাকায় হলগুলোতে সাংগঠনিক ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। নতুন নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয়। জাতীয় সংসদে নির্বাচনের পরাজয়ের পর নির্বাচনোত্তর বিপর্যয় কাটাতে আওয়ামী লীগ অঙ্গ সংগঠন ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়। এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় সম্মেলন। সফল কেন্দ্রীয় সম্মেলনের পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনের উদ্যোগ নেয়া হয়। শুরু হয় আবার টানাপড়েন, কয়েক দফা পেছানো হয় তারিখ। আগামী ৭ জুন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সম্মেলন। সম্মেলনের সকল প্রস্তুতি চূড়ান্ত। সম্মেলনে সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে জেলা কমিটির মর্যাদা ভোগ করে। এ কারণে পরিবর্তিত গঠনতন্ত্র অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ১০১ সদস্যবিশিষ্ট হবে। নেতা-কর্মীদের দাবি, কমিটিতে মাঠ পর্যায়ের দক্ষ, সাহসী, মেধাবীরা স্থান পায়। সাধারণ ছাত্রলীগ কর্মীদের দাবি, কেন্দ্রীয় কমিটির মতো সুযোগ সন্ধানীদের স্থান যেন বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে না হয়।